সংবাদ

তারিখ ... JUN. 1 7. 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫ ...

সাত হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের অবৈধ নিয়োগ

য়াকত আলী বাদল

।এনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় াসার পর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হকারী শিক্ষক পদে দলীয় লোকজনদের য়োগ দেয়াসহ প্রায় ৭ হাজার শিক্ষককে বৈধভাবে নিয়োগ দেয়ার চাঞ্চল্যকর তথ্য ।ওয়া গেছে। চরম দুর্নীতির মাধ্যমে তাদের য়োগ দেয়া হয় বলে জানা গেছে। াবেদনপত্র আহ্বান করার পর লিখিত ও ৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্ত নিয়োগ য়ার পরেও অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ না রে তিনবার অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া য়েছে ৭ হাজার শিক্ষককে। 'সংবাদ'-এর নুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে এই চাঞ্চল্যকর না তথ্য ।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ২০০২ সালে থমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিজ্ঞপ্তি নম্বর শিঅ/০১ (নিয়োগ) ২০০২/স.শি.নি./ ২/১৩০, তারিখ ২৮.০১.২০০২ নুযায়ী সারাদেশে সরকারি প্রাথমিক দ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য বেদনপত্র আহ্বান করা হয়। এতে রাদেশে প্রায় ২ লাখ নারী ও পুরুষ কারী শিক্ষক ও শিক্ষিকা পদে নিজ নিজ লার প্রাথমিক ... নিয়োগ : পৃ: ... ক: ...

নিয়োগ : অবৈধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করেন। ওই আবেদনপত্রগুলো যাচাই-বাছাই করার পর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ওই বছরের আগস্ট মাসে। এর পরের বছর ২০০৩ সালের ২৫ মে সারাদেশে ১২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। যার স্মারক নম্বর প্রাশিও ১৮ (নিয়োগ)/০২/শ.সি ন/ফলাফল/২৩১২ তারিখ ২৫.০৫.০২। নিয়োগপ্রাপ্তদের তালিকা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ দেশের প্রতিটি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে টানিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু নিয়োগপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করা হলেও অপেক্ষমাণদের কোন তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। এরপরই শুরু হয় অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া। ওই একই তারিখের স্মারক নম্বর ইস্যু করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর [যার নম্বর প্রাশিও ১৮ (নিয়োগ)/০২/স.শি.ন./ফলাফল/ ২৩৪৪ তারিখ ২৫.০৫.০২] আবারও সারাদেশে ৩ হাজার শিক্ষককে নিয়োগ দেয়ার আদেশনামা জারি করে। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে আবারও তাদের নিয়োগ দেয়া হলো তা আদেশনামায় উল্লেখ করা হয়নি। এই ৩ হাজার সহকারী শিক্ষক পদে যাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তারা আদৌ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল কি না কিংবা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল কি না তা ওই আদেশনামায় উল্লেখ করা হয়নি। ওই সময় যারা নিয়োগ পেয়েছে তার বেশির ভাগই সরকারদলীয় লোক এবং এক থেকে দেড় লাখ টাকা উৎকোচ নিয়ে তাদের অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তাই মুখ খুলতে রাজি হননি।

জোট সরকার আবারও দলীয় লোকদের এবং টাকা নিয়ে নিয়োগ দেয়ার জন্য প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দ্বিতীয় দফায় আবারও ২ হাজার নারী ও পুরুষকে আগের মতোই অত্যন্ত গোপনে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয় ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে। এবার আদেশনামায় প্রতারণার আশ্রয় নেয় সংশ্লিষ্ট দপ্তর। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দপ্তর থেকে সারাদেশে নিয়োগ দেয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ হাজার সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়ার সময় আদেশনামায় উল্লেখ করা হয়- 'উক্ত পদের ব্যয়ভার কোড নম্বর ৩-২৪৩২ ০০০০ সহকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দ হতে মেটানো হবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর সম (এসপি) ১০৭/৯৯-১৫(৫০)/১/১০০০ তারিখ ১৭.১.২০০০ এর ছাড়পত্র বিষয়ক পরিপত্র মূলে এবং অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক জারীকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে এই নিয়োগ প্রদান করা হলো।' এ নিয়োগের সময় ২০০২ সালের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে আবেদনপত্র আহ্বান করার সময় দেয়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আদেশনামার স্মারক নম্বর এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু ফলাফল প্রকাশের সময় কোন অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি তাই কিসের ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দেয়া হলো এ বিষয়টি নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় দফায় এভাবেই দুর্নীতির মাধ্যমে ২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এরপরও তৃতীয় দফায় ২ হাজার শিক্ষককে অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ নিয়োগ দেয়া হয় ২০০৪ সালের ৩ জানুয়ারি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্মারক নম্বর প্রাশিও ১৮ (নিয়োগ) ০২/স. শি. ন. (ফলাফল) ১৮/৬১ তারিখ ৩.০১.০৪ দেখিয়ে আদেশনামা জারি করে সারাদেশে ২ হাজার সহকারী শিক্ষক পদে অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রেও কিসের ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দেয়া হলো তা উল্লেখ করা হয়নি।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, ২০০২ সালের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার আবেদনপত্র আহ্বান করার পর আবেদনকারীদের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের পর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় । লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তার পর মৌখিক পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ৮ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের তালিকা জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ নিজ নিজ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের কার্যালয়ে টানিয়ে দেয়া হয়েছিল। ওই সময় কোন অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। স্বাভাবিকভাবে অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করার পর দফায় দফায় তাদের মধ্যে থেকে নিয়োগ দিতে আইনগত কোন বিধিনিষেধ নেই। কিন্তু এসব কিছুই না করে কিসের ভিত্তিতে ৩ দফায় এভাবে নিয়োগ দেয়া হলো তা বোধগম্য নয়। এতে করে বোঝার উপায় নেই আদৌ লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে কি না। ৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি বেআইনি। এতে নজিরবিহীন দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছে বলেও তারা জানান। তারা আরও বলেন, অপেক্ষমাণদের তালিকা প্রকাশ করা হলে বোঝা যেত মেধার ভিত্তিতে তাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে কি না।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা জানান, ২০০২ সালে সারাদেশে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়ার নামে চরম অনিয়ম, দুর্নীতি হয়েছে। তিনি বলেন, একবার ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগপ্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশ করার পর একই তারিখ দেখিয়ে স্মারক নম্বর পরিবর্তন করে ...